ভগবদ্‌গীতা বিচার

—কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—সম্পাদনা—

—দিলীপকুমার মোহান্ত

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদকের কথা

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথশীলের মতো 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১২ই মে, ১৮৭৫ — ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৯) তাঁর *ভগবদ্গীতা-বিচার* (*Critique of Bhagvadgītā*) প্রবন্ধে। ৭৪ বছর বেঁচেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের মূল প্রশ্ন যথা— কিভাবে মন, জীবন বা চৈতন্য আমাদের কাছে জড়জগতের সৃষ্টি করে — তাকে কেন্দ্র করেই কৃষ্ণচন্দ্রের অকৃত্রিম দার্শনিকসত্তা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং তার সঙ্গে আত্তীকরণ ঘটেছে প্রতীচ্যের দর্শনের, বিশেষ করে ইমানুয়্যাল কান্টের দর্শনের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 'দেওয়া-নেওয়ার' মাধ্যমে ভারত-সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলেন আক্ষরিক অর্থেই তা কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনচর্চায় সার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর *Studies in Vedantism* গবেষণা সন্দর্ভটি ১৯০৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির মৌলিক গবেষণার কাজ। তাছাড়া, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক

গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত *Studies in Philosophy* তাঁর নানা সময়ে রচিত দার্শনিক প্রবন্ধের সংকলন। তাঁর 'Subject As Freedom' প্রবন্ধটি গত একশ বছরের মধ্যে কোন ভারতীয় দার্শনিকের রচিত গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর 'The Concept of Philosophy' প্রবন্ধটি আধুনিক ভারতীয় দর্শনচর্চার 'মডেল'-এর এক অপূর্ব নিদর্শন। কৃষ্ণচন্দ্রের 'The Concept of Philosophy' প্রবন্ধটি পড়া না থাকলে পদ্ধতিগতভাবে ভারতবর্ষীয় দর্শন চর্চার গতিপ্রকৃতি বুঝে ওঠা মুশকিল। সেজন্যই অন্ততঃ স্নাতকোত্তর দর্শন শ্রেণীতে এটি অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্তরের মধ্যে অনেক প্রবন্ধের খসড়া খুঁজে পাওয়া যায়। 'Swaraj in Ideas' প্রবন্ধটি এভাবেই নাকি আবিষ্কৃত হয় এবং তাঁর পুত্র দার্শনিক কালিদাস ভট্টাচার্য্যের প্রচেষ্টায় *বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে* প্রথম, ১৯৫৪ সালে (২০তম সংখ্যা, পৃ ১০৩—১১৪) শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তথা-কথিত যৌক্তিক বা ধর্মশাস্ত্রীয় সর্বজনীনতাকে শিকড়ছিন্ন শিক্ষার ফসল বলেছেন কৃষ্ণচন্দ্র এবং এরকম সর্বজনীনতা আমাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষেত্রে প্রধান

অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "The so-called universalism of 'reason or religion', which being the result of rootless education, stood more than anything else in the way of 'Swaraj in Ideas'." [১]

অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর মতে, কৃষ্ণচন্দ্রের " দার্শনিক অনুসন্ধানে চাতুর্য অথবা বিদ্যার বিশেষ স্থান ছিল না; রোমান্টিক কল্পনা বা সুগভীর ভাবাবেগও তেমন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। ... দর্শন তাঁর কাছে শব্দ নিয়ে, ভাবরূপ (আইডিয়া) নিয়ে, গ্রন্থ বা গ্রন্থকারকে নিয়ে খেলা করার বিষয় ছিল না। দর্শন তাঁর মনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার যথার্থ রূপ নিয়ে।"[২]

এক সময় অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্রের প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত কিছু পাণ্ডুলিপি টাইপ করার জন্য অধ্যাপক সনৎকুমার সেনকে দেন। সেখানে 'ভগবদ্গীতা-বিচার' শিরোনামে একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধের খসড়া ছিল। অধ্যাপক সেন সেটিকে সেযুগে

১। 'Swaraj in Ideas' দ্র. *'প্রবন্ধ-সংকলন'*, সংকলন ও সম্পাদনা কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃ. ১১৭।

২। প্রবাস জীবন চৌধুরী, *দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য*, সূত্রধর, [৪৭/বি, বোসপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০০০৩], ২০১৬, পৃ. ১৮।